দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 AUG 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

১০৪

# বার বার কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে কেন?

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ কুমিল্লা, ৪ আগস্ট।– বার বার কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। চলতি এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রির সময় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেটে ইতিমধ্যে কয়েক ব্যক্তি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়।

গত ৫ বছর ধরেই কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার ঘটনা ঘটছে। গত দুই বছরে এটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কুমিল্লা বোর্ডের একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণ করতে হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা কুমিল্লা ছাড়াও অন্যান্য বোর্ডেও কখনো কখনো ঘটলেও কুমিল্লা বোর্ডের মত তা অন্য কোনো বোর্ডে নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়নি।

দেখা যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় একসঙ্গে ফাঁস হয় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। '৯১ সাল থেকে অদ্যাবধি সব থেকে বেশী প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

## বার বার কুমিল্লা বোর্ডের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চট্টগ্রামে। এর মধ্যে প্রত্যেক বছরেই চট্টগ্রামে এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। এমন কি 'ক' সেট প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাবার পর 'খ' সেট প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা নেবার প্রস্তুতি শুরুর পর 'খ' সেটের প্রশ্নও ফাঁস হয়ে যাবার ঘটনা ঘটে। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র স্থানীয় দৈনিকে ছাপা হবার পর পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখা গেছে, প্রশ্নপত্র পত্রিকায় ছাপা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে শিক্ষা-বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও একটি দালাল ব্যবসায়ী চক্র সক্রিয়ভাবে জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিক্রেতাদের গ্রেফতার করলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত দলের হোতাদের গ্রেফতার করতে পারেনি।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে চট্টগ্রামে পৃথক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের দাবিটিও যুক্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। চট্টগ্রামে পৃথক শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের দাবিতে বেশ কিছু আন্দোলন কর্মসূচীও পালিত হয়েছে। এ দাবিতে আন্দোলন-কারীরা এমন কথাও বলেছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করতে হলে পৃথক বোর্ড গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে কুমিল্লা বোর্ডকে সার্বিকভাবে অসহযোগিতার ঘোষণাও দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকহারে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পেছনে কুমিল্লা বোর্ডকে অকার্যকর করার প্রচেষ্টাও রয়েছে বলে অনেকে আশংকা ব্যক্ত করেছেন।